ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৭১৬
আগরতলা, ১৪ নভেম্বর,২০১৭।

কচিকাঁচা শিশুদের বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

কচিকাঁচা শিশুদের বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সারা দেশের সাথে আজ রাজ্যেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রতি বছর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে এই দিবস প্রতিপালন হয়ে আসছে। এ উপলক্ষ্যে রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় উমাকান্ত একাডেমীর মিনি স্টেডিয়ামে। এখানে আজ সকালে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক শিশু দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক মিহির দেবের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ। তাছাড়াও ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. বি. পালিত, মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ.কে. চাকমা সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, সারা দেশের সাথে আজ রাজ্যেও ব্যাপক উৎসাহের সাথে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, জওহরলাল নেহরু শিশুদের ভালোবাসতেন। তিনি শিশুদের কাছে চাচা নেহরু হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীতে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা দেশের শাসক গোষ্ঠীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল পরিকল্পনার জন্য এখনও সম্পূর্ণ হতে পারেনি। এখনও দেশের পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ নিরক্ষর, যার অধিকাংশই শিশু। তিনি বলেন, দেশের সমস্ত শিশু যারা আমাদের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই মানব সম্পদকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এর জন্য অবশ্যই দরকার সকলের জন্য শিক্ষার উন্মুক্তকরণ। অথচ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের দু'টি অন্যতম পরিষেবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এটা হতে পারে না। অথচ রাজ্য সরকার অনেক আগেই সকলের জন্য শিক্ষা এই কর্মসূচিতে কাজ করছে।

রাজ্য বাজেটের সর্বাধিক টাকা শিক্ষার উন্নয়নে বরাদ্দ হয়। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, চলতি অর্থবর্ষে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের জন্য অনুমোদিত টাকার পরিমাণ হল ৩৪০ কোটি টাকা। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে মাত্র ২০০ কোটি টাকা। বাকী ১৪০ কোটি টাকা না দিয়ে বলে দিল এই টাকা রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

নইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষার সম্প্রসারণে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে গোটা দেশের জনগণ অবগত রয়েছে। জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৯৭.২২ শতাংশ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, আজকের যারা শিশু তার পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশ ভবিষ্যতে সম্পদশালী হবে। শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। তাদের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে দেশ সমৃদ্ধ হবে। তাই তাদেরকে জন্মলগ্ন থেকেই সঠিকভাবে লালন পালন করতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দু'টি বিষয়ে রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই মানব সম্পদের পূর্ণ বিকাশ হবে। মানব সম্পদের বিকাশে রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এই বিকাশের কর্মযজ্ঞের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আজও আমাদের দেশ বাজেটে তা বরাদ্দ করতে পারছে না। যার ফলে দেখা যায় দেশের অন্যান্য অংশের বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচিতে কাজ করছে। সাফল্যও আসছে আশাতীতভাবে। উচ্চশিক্ষা সহ শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিশুদের কল্যাণে গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির উল্লেখ করে রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষার যে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে তার সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। যাতে করে শিক্ষার অঙ্গণকে সার্বিকভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিগণও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ জওহরলাল নেহরুর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

*****

This document was created using SmartPDFConverter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com